সংবাদ

তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

দিনাজপুরে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান লাঞ্ছনার তদন্ত শুরু

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

শিক্ষামন্ত্রী নুরল ইসলাম নাহিদের উপস্থিতিতে রংপুর সার্কিট হাউজে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহাম্মেদ ও মন্ত্রীর শ্যালক শামীমকে লাঞ্ছিত করা নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে। ইতোমধ্যে বোর্ড চেয়ারম্যানকে তার কার্যালয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সে সময় রংপুর জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুবলীগ নেতাসহ ৭ জনের নাম বলেছেন তিনি। এদিকে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতাদের দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানরা। তারা ঘটনার সঙ্গে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবি জানিয়েছে। একইভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ একই দাবি করেছে। সেই সঙ্গে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানরা এক যোগে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে সাক্ষাৎ করে বিচার দাবি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের দাবি পূরণ না হলে প্রয়োজনে কঠোর কর্মসূচিতে যেতে পারে বলে জানা গেছে। এছাড়াও বিসিএস ক্যাডার শিক্ষা তারাও এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দায়ীদের দল থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়েছে এদিকে গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ওই ঘটনার খবর দৈনিক সংবাদে ৬ নভেম্বর শেষের পাতায় প্রকাশিত হওয়ার পর তোলপাড় শুরু হয়। ঘটনাটি তদন্তের জন্য শীর্ষ এক গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহাম্মেদ হোসেনের বাড়ি নীলফামারী জেলার জলঢাকায় গিয়ে সেখানে তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। তার পরিবার এবং কোন দলের সমর্থক ইত্যাদি বিষয় জানতেও চায় তারা। এছাড়া দিনাজপুরে গিয়ে বোর্ড চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে কারা তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে জানতে চাইলে তিনি ৭ জন আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের নাম বলেন। তারাই তাকে লাঞ্ছিত করেছে বলে জানান তিনি। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহাম্মেদ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, তাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ উচ্চ পর্যায় থেকে দায়ীদের নাম জানতে চাইলে তিনি রংপুর জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের দুই শীর্ষ নেতা, স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই শীর্ষ নেতাসহ ৭ জনের নাম বলেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, ৬ নভেম্বর রংপুরে শিক্ষকদের রংপুরের বিভাগীয় সমাবেশ ছিল। এটা কোন রাজনৈতিক সমাবেশ নয় সরকারিভাবেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।